গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কপিরাইট অফিস, বাংলাদেশ।

কপিরাইট নিবন্ধন করুন
মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করুন

শিল্পকর্মের নিবন্ধন

(চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, রেখাচিত্র, মানচিত্র, চার্ট, নকশা, খোদাই, ফটোগ্রাফ, স্থাপত্যের নকশা প্রভৃতি)

১. **কপিরাইট ঃ** কোন সৃজনশীল কর্মের উপর সৃজনকারীর নৈতিক এবং আর্থিক অধিকারই হচ্ছে কপিরাইট। শিল্প, সংগীত, সাহিত্য, সফটওয়্যার, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপস, রেকর্ড, নাটক, চলচ্চিত্র প্রভৃতি বিষয়ে কপিরাইট নিবন্ধন করা যায়।

২. **কপিরাইট নিবন্ধন করলে সুবিধা ঃ** কপিরাইট নিবন্ধন করলে–

- নিজের ও উত্তরাধিকারীর মালিকানা সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।
- আইনগত জটিলতায় মালিকানার প্রমাণপত্র হিসেবে আদালতে কপিরাইট সনদ ব্যবহার করা যায়।

৩. **শিল্পকর্মের নিবন্ধন প্রক্রিয়া ঃ** প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত উভয় ধরনের শিল্পকর্ম নিবন্ধন করা যায়। কপিরাইট আইন, ২০০০ এর ২৪ ধারার বিধানমতে শিল্পকর্মের কপিরাইট এর মেয়াদ প্রণেতার জীবনকাল + ৬০(ষাট) বছর পর্যন্ত।

৩.১. শিল্পকর্মের প্রণেতা কর্তৃক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে যে সকল কাগজপত্র দাখিল করতে হবে-

- নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র ০৩(তিন) কপি।
- শিল্পকর্ম ০৩(তিন) কপি (এক কপি শক্ত কভার পেজে পেস্টিং করে দিতে হবে)।
- বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় কৃত ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি এবং একটি ফটোকপি।
- কর্মটি মৌলিক মর্মে আদালতে কোন মোকদ্দমা বিচারাধীন নেই এবং প্রদত্ত তথ্য নির্ভুল ঘোষণা সংবলিত ৩০০/-(তিনশত) টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা।
- বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি।
- পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি সত্যায়িত ছবি।

৩.২. প্রতিষ্ঠানের নামে নিবন্ধনের জন্য যে সকল কাগজপত্র দাখিল করতে হবে-

- প্রতিষ্ঠানের নামে কপিরাইট নিবন্ধনের জন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কাগজপত্রের সাথে কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম, ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি।
- নিয়োগকর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠান স্বত্বাধিকারী হলে সৃজনকারীকে প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নিয়োগপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
- হস্তান্তর সূত্রে মালিক হলে ৩০০/-(তিনশত) টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে কপিরাইট হস্তান্তর দলিল।

৪. **কপিরাইট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকাল ঃ** কপিরাইট বিধিমালা-২০০৬ এর ৪(৪) বিধি মোতাবেক কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যেকোন কর্মের বিষয়ে আবেদনপ্রাপ্তির পর বর্ণিত কর্মের বিষয়ে আপত্তির সুযোগ প্রদানের জন্য ৩০(ত্রিশ) দিন অপেক্ষা করতে হবে।

৫. **কপিরাইট লঙ্ঘন হলে প্রতিকার ঃ** কপিরাইট আইন, ২০০০ এর ৮১ ধারার বিধানমতে, কপিরাইট লঙ্ঘনজনিত অপরাধ দেওয়ানী আদালতে বিচার্য এবং এধরনের মামলা এখতিয়ারাধীন জেলাজজ আদালতে দায়ের করতে হবে।

৬. **কপিরাইট লঙ্ঘনের শাস্তি ঃ** কপিরাইট আইন ২০০০ এর ৮২ ধারার বিধানমতে কপিরাইট লঙ্ঘনের শাস্তি অনূর্ধ্ব ০৪(চার) বছর কিন্তু অন্যূন ০৬(ছয়) মাস কারাদন্ড এবং অনূর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড।

৭. **কপিরাইট লঙ্ঘন রোধে পুলিশের ক্ষমতা ঃ** উক্ত আইনের ৯৩ ধারা বিধানমতে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই সাবইন্সপেক্টর বা তাঁর উপরের পদমর্যাদার কর্মকর্তা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে পাইরেটেড দ্রব্য কিংবা নকল করার সামগ্রী জব্দ করতে পারবেন।

যোগাযোগে ঠিকানা ঃ
কপিরাইট অফিস
জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন (৩য় তলা)
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩২, বিচারপতি এসএম মোর্শেদ সরণি
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ ঃ
ই-মেইল ঃ Copyrightoffice_bangladesh@yahoo.com
ওয়েবসাইট ঃ www.copyrightoffice.gov.bd
Facebook ID : copyrightoffice
ফোন ঃ +৮৮-০২-৯১১৯৬৩২, **ফ্যাক্স ঃ** +৮৮-০২-৮১৪৪৮৯৫
Helpline : +88- 01511-440044

(মোঃ নবীরুল ইসলাম)
রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট (উপসচিব)